তে-রাত্তিরের

তাইরে-নাইরে-না

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি. এ.

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার—কলিকাতা

চিত্রশিল্পী
শ্রীফণীভূষণ গুপ্ত

১৩৩৭ সাল

আট আনা

কলিকাতা
৫নং কলেজ স্কোয়ার
শ্রীনরসিংহ প্রেসে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

উপহার

এই বইয়ের গল্পগুলো দ্বিতীয় তৃতীয় আর চতুর্থ বছরের 'বার্ষিক শিশুসাথী'তে বের হ'য়েছিল। এখন সেগুলোকে একটু কেটে-ছেঁটে দেওয়া গেল।

গল্পের ওপর রেবা আর সেবা দু'-বোনের ভারী লোভ। তাদেরই হাতে এ গল্পের বই দিলেম।

কলিকাতা
আশ্বিন ১৩৩৭ সাল

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

গল্প

ছবি

মালঞ্চপুরীর রাণী

—১—

এক রাজা। রাজ্যের লোক সবাই সুখী, কেবল রাজার নিজেরই মনে সুখ নাই। রাজার হাতীশালে হাতী ঘোড়াশালে ঘোড়া রাজভাণ্ডারে মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি; কিন্তু রাজপুরীতে যে-মাণিক সবার সেরা, রাজার সেই ছেলেপিলেই নাই।

রাজবাড়ীর পিছনে এক মালীর ঘর। মালী নিত্য ভোরে মালঞ্চে ফুল তোলে। ঘুম ভাঙ্গিতে বেলা হইলে, তাহার পাঁচ-বছরের ছেলে মায়ের শিখানো কথায় তাড়া দেয়—

'বাবা, শীগ্‌গির ওঠ,—নইলে, উঠেই যে আটকুঁড়ো-রাজার মুখ দেখ্‌তে হবে।' রাজপুরীর সাততলার উপর শ্বেত-পাথরের ঘরে চন্দনের খাটে শুইয়া রাজা মালীর ছেলের কথা শোনেন, আর শিয়রের তাকিয়ার জরির ঝালরে চোক ঢাকিয়া মনে মনে ভাবেন—'এ রাজপাট ভালো, না, মালীর ঐ কুঁড়ে-ঘরখানি ভালো ?'

রাজা যাগ করেন যজ্ঞ করেন দান-ধ্যান-তপস্যা করেন ; সাতমহলের সাত দালান-ঘরে রাজার সাত-সাত রাণী ব্রত-পূজা করেন ;—তবু মা-ষষ্ঠীর দয়া হয় কই !—রাজ-সিংহাসনের মালিক হইয়াও রাজা যে-আটকুঁড়া সেই আটকুঁড়াই আছেন।

... ...

রাজপুরীর সাততলার উপর শ্বেতপাথরের ঘরে চন্দনের খাটে রাজা ঘুমাইয়া আছেন ; রাত-পোহা-পোহার মুখে স্বপ্ন দেখেন—এক বিঘৎ এক কনকচাঁপা-গাছে এক শ একটা কনকচাঁপা-ফুল ; আর সেই গাছের তলায় চাঁপাফুলের কুঁড়ির মত পরম-সুন্দরী এক মেয়ে ! মেয়েটীর হাতে এক শ একটা তাজা কনকচাঁপার মালা—ঐ মালা যাহার গলায় পড়িবে তাহার এক শ এক ছেলেমেয়ে হইবে।

ভোরের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না—রাজা এক বিঘৎ কনকচাঁপা-গাছে এক শ একটা ফুলের খোঁজে দূত পাঠাইলেন।
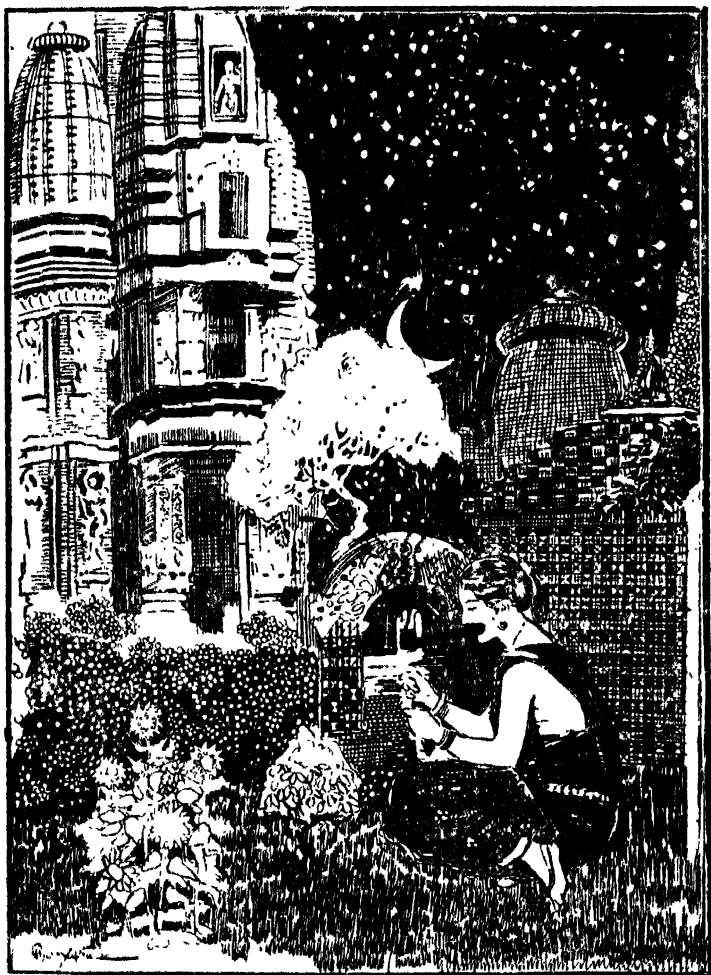
ওই তো, চাঁপাগাছের তলায় পরম-সুন্দরী এক মেয়ে !—৩ পৃষ্ঠা

দূতেরা রাজ্যের চারিদিকে খোঁজে—কোথায়ও এক বিঘৎ কনকচাঁপা-গাছ মিলে না। রাজা ভাবেন—'তবে কি ভোরের স্বপ্ন মিথ্যা হ'লো!'...

হঠাৎ একদিন রাত-পোহানোর মুখে সাততলা ঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া রাজা দেখেন—মালীর মালঞ্চের আড়ালে এক বিঘৎ এক কনকচাঁপা-গাছ; আর সেই গাছের পাতায় পাতায়, আঁধার রাতে জোনাকীর মত, এক শ একটা সদ্য-ফোটা চাঁপাফুল!...রাজা তাকাইয়া তাকাইয়া চোক রগড়াইয়া ঠাহর করিয়া দেখেন—সত্যই তো, চাঁপাগাছের তলায় পরম-সুন্দরী এক মেয়ে! আর...সেই মেয়েটীর হাতে এক শ একটা তাজা কনকচাঁপার মালা!—

ওরে, আকাশের চাঁদ ডুবু-ডুবু,
মাটীতে কোন্ চাঁদের খেলা রে!
হাতের তলায় তারার মালা,
মাথার উপর তারার মেলা রে!

—দেখিয়া, রাজার আর তর সয় না,—এক-ছুটে সাতমহল পার হইয়া তিনি মালীর মালঞ্চে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

—১—

রাজা ডাকিলেন—'মালী, ও পড়্‌শী-মালী, ঘরে আছ গো?'

মালী ঘরের বাহির হইয়া দেখে—মালঞ্চের সাম্‌নে রাজা !

রাজা বলিলেন—'মালী, তুমি আমার পড়্‌শী ; পড়্‌শীর কাছে পড়্‌শীর প্রার্থনা বিফল হয় না,—তুমি আমার প্রার্থনা রাখ্‌বে কিনা, বল, মালী ?'

মালী বলিল—'মহারাজ, আমার কাছে আপনার প্রার্থনা !···আচ্ছা, বলুন, রাখার হয় তো নিশ্চয়ই রাখ্‌ব ।'

রাজা বলিলেন—

'কনকচাঁপার মত মেয়ে কনকচাঁপা-গাছের তলায়,

কনকচাঁপার মালাগাছি পরাবে কোন্ রাজার গলায় !—

মালী, তুমি রাজ-শ্বশুর হবে, তোমার ঐ মেয়েকে দাও, আমি পাটেশ্বরী-রাণী কর্‌ব ।'

মালী বলিল—'মহারাজ, গরীবকে তামাসা কর্‌বেন না, —এ কথা কি আপনার মনের কথা ?'

রাজা বলিলেন—'নিশ্চয় ।'

মালী বলিল—'মহারাজ, রাজার কথা মিথ্যা হয় না, আর রাজার প্রার্থনাও বিফল হয় না, সত্য ; কিন্তু অভয় দেন তো,—আমারও একটা প্রার্থনা আছে ।'

রাজা বলিলেন—'আচ্ছা, কি প্রার্থনা, বল । আমার প্রার্থনা তুমি রাখ্‌লে, তোমার প্রার্থনা আমি রাখ্‌ব, তার কথা কি !'

মালী বলিল—'মহারাজ, আপনি দেশের রাজা, আর আমি সামান্য মালী ; মালীর ঘরের মেয়ে রাজরাণী—লোকে জান্‌লে আপনারও অখ্যাতি, আর ঘাট-ক্রটীতে মেয়েরও বাপের কুলের নিন্দা। মেয়েকে রাজরাণী কর্‌বেন তো লোক-জানাজানিতে কাজ নেই—মেয়ে যেমন লোকের অদেখা আমার ঘরে এত দিন আছে, তেম্‌নি লোকের অজানা তাকে রাজ-সিংহাসনে স্থান দিন্।'

'আচ্ছা'—বলিয়া রাজা রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন।

... ...

তিন দিন পরে সত্য-সত্যই এক শ একটা চাঁপাফুলের মালা গলায় পরিয়া রাজা মালীর মেয়েকে রাজপুরীতে আনিলেন।

মালীর মালঞ্চে ছিলেন বলিয়া এই রাণীর নাম হইল—মালঞ্চপুরীর রাণী।

—৩—

মালঞ্চপুরীর রাণী সবার ছোট, কিন্তু তিনিই রাজার পাটেশ্বরী-রাণী। রাজা মালঞ্চপুরীর রাণীর মহলেই দিন-রাত কাটান। দেখিয়া, সাত-সাত বড়রাণী হিংসায় চড়্-চড়্!

আমোদ-আহ্লাদেই রাজার দিন যায়, রাজ্য দেখিবার অবসর নাই। একদিন রাজ্যের লোক আসিয়া রাজপুরীর দুয়ারে ধর্ণা দিল; বলিল—'মহারাজ, বনের পশুর উৎপাতে শস্য রয় না,—রাজ্যের লোক বাঁচ্‌বে কিসে?—বনের পশু মেরে রাজ্য রক্ষা করুন্।'

রাজা বলিলেন—'তাই তো! অনেক দিন মৃগয়া বন্ধ—তাই বনের পশুর বাড় হয়েচে। সেনাপতি, তীর-ধনুক দাও, আজই মৃগয়ায় যাব।'

রাজা হাতী-ঘোড়া সৈন্য-সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় চলিলেন।

... ...

রাজা এ-বন ও-বন সে-বন ঘোরেন—কোথায়ও শিকার মিলে না। সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর হৈ-হৈ রৈ-রৈ করিয়া আগে আগে ছুটে; রাজা হাতের ধনুকে তীর না জুড়িতেই চোকের সাম্‌নের বনের পশু ঝোপের আড়ালে ছুটিয়া পলায়। ঘুরিতে ঘুরিতে পূবের সূর্য্য মাথায় উঠিল,...মাথার সূর্য্য পশ্চিমে হেলিল,...সন্ধ্যার আকাশে লাল সূর্য্য ডোবে-ডোবে,—লোক-লস্কর সঙ্গে লইয়া রাজা এক গহন-বনে উপস্থিত।

সেই বনের রাজা এক ভীম-অজগর। বনের মাঝে স্ফটিক-টলমল-জল প্রকাণ্ড এক সরোবর। সরোবরের জলে

ভীম-অজগর কালকূট-বিষ উগরাইয়া রাখে। সন্ধ্যাবেলা জল খাইতে আসিয়া এক শ বাঘ বিষে ঢলিয়া পড়ে। ভীম-অজগর সেই এক শ বাঘ খাইয়া প্রত্যহ পেটের ক্ষুধা মিটায়।

সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলে জল-তৃষ্ণায় কাতর,—রাজার হাতী-ঘোড়া সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর ভীম-অজগরের কালকূট-বিষ-ঢালা জল খাইয়া একে একে সরোবরের পাড়ে ঢলিয়া পড়িল। রাজাও সেই ফটিক-টলমল-জল মুখে দিয়া বিষের নেশায় অচেতন হিম-পাথর।

—৪—

রাজ্যে রাজা নাই, রাজপুরীতে লোক-লস্কর নাই,—নিশুতি রাতে একটা থলিয়ার মধ্যে মালঞ্চপুরীর রাণীর এক শ এক ছেলেমেয়ে হইল। সাত-সাত বড়রাণী উঠেন-না-পড়েন, দৌড়াইয়া আঁতুড়-ঘরের দুয়ারে [illegible] উপস্থিত হইলেন ; বলিলেন—'ধাই লো ধাই, কি হয়েচে ?'

এক শ এক পদ্মের পাপড়ির মত থলিয়া-ভরা এক শ এক ছেলেমেয়ে দেখাইয়া ধাই বলিল—'এক নয় দুই নয়, এক শ এক সোনার চাঁদ !'

'দে দে আমাকে দে', 'দে দে আমার কোলে দে'—বলিয়া

সাত-সাত বড়রাণী আঁতুড়-ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। তারপর

এ-রাণী দেন ও-রাণীর হাতে, ও-রাণী দেন সে-রাণীর হাতে, —এই-না করিয়া সাত-সাত বড়রাণী হাতে হাতে লইয়া এক শ এক ছেলেমেয়েকে আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিলেন। সাত-সাত বড়রাণীর কথা-মত ধাইও রটাইয়া দিল—'এক শ এক

ছেলেমেয়ে, না, ছাই,—রাজার কুলে কলঙ্ক!—ছোটরাণীর পেটে হয়েচে জল-ভরা একটা থলে!'

... ...

আঁস্তাকুঁড়ে এক শ এক ভাইবোন আছে। আর সেই আঁস্তাকুঁড়ের পাশে ছাইয়ের গাদায় রাজপুরীর রসুই-ঘরের বুড়া-ইঁদুরের গর্ত্ত। ভোর-রাতে বুড়া-ইঁদুর গর্ত্তের বাহির হইয়া রসুই-ঘরে যাইবে, পথে দেখে—এক শ একটী কচি ছেলেমেয়ে! সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া নেংটী-ইঁদুর পেংটী-ইঁদুর ক্ষুদে-ইঁদুর ধেড়ে-ইঁদুর সকল ইঁদুরকে ডাকিয়া আনিল। তারপর সকলে মিলিয়া এক শ এক রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে লুকাইয়া রাখিল—ছাইয়ের গাদার গর্ত্তের ভিতর।

. ...

এক শ এক রাজপুত্র আর রাজকন্যা ছাইয়ের গাদার গর্ত্তের ভিতর আছে। নেংটী-ইঁদুর পেংটী-ইঁদুর ক্ষুদে-ইঁদুর ধেড়ে-ইঁদুর রাজবাড়ীর রসুই-ঘর হইতে কুড়াইয়া খাবার আনিয়া দেয়। ভাইবোনরা তাই খায়-দায়।

একদিন রাজবাড়ীর ভুঁইমালী আঁস্তাকুঁড় সাফ করিতেছে। ভুঁইমালীর মেয়ে ছাইয়ের গাদার উপর লাফালাফি করে; তাহার পায়ের চাপে রাজপুত্রদের আর রাজকন্যার গায়ে ব্যথা

লাগে। রাজপুত্ররা ব্যথা সহিয়া চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু রাজকন্যা সহিতে না পারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—'উহুঁহুঁ!'

ছাইয়ের গাদার তলে কথা বলে কে রে?—ভুঁইমালীর মেয়ে ছাই সরাইয়া দেখে—এক শ এক ছেলেমেয়ে!

সে ছুটিয়া রাজবাড়ীতে খবর দিতে গেল।

রাজবাড়ীর রসুই-ঘরের বুড়া-ইঁদুর গর্ত্তে বসিয়া সব দেখিল। সে তাড়াতাড়ি নেংটী-ইঁদুর পেংটী-ইঁদুর ক্ষুদে-

ইঁদুর ধেড়ে-ইঁদুর সকল ইঁদুরকে ডাকিয়া আনিল। তারপর সকলে মিলিয়া এক শ এক রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে লুকাইয়া রাখিল—পুকুর-পাড়ে ধোপার পাটের তলে।

এদিকে সাত-সাত বড়রাণী ভুঁইমালীর মেয়ের মুখে খবর পাইয়া উঠেন-না-পড়েন আঁস্তাকুঁড়ের পাশে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু আসিয়া দেখেন—কোথায়ও কিছু নাই!

... ...

পুকুর-পাড়ে ধোপার পাটের তলে এক শ এক ভাই-বোন আছে। ধোপার পাটে ধোপার মেয়ে কাপড় কাচে। কাপড়ের আছাড়ে আছাড়ে রাজপুত্রদের আর রাজকন্যার গায়ে ব্যথা লাগে। রাজপুত্রেরা ব্যথা সহিয়া রহিল; কিন্তু রাজকন্যা সহিতে না পারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—'উহুঁহুঁ!'

পাটের তলে কথা বলে কে রে?—ধোপার মেয়ে নুইয়া চাহিয়া দেখে—এক শ এক ছেলেমেয়ে! সে কাপড়-কাচা ফেলিয়া ছুটিয়া রাজবাড়ীতে খবর দিতে গেল।

রাজবাড়ীর রসুই-ঘরের বুড়া-ইঁদুর পুকুরে জল খাইতে আসিয়াছিল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিল। তারপর তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া নেংটী-ইঁদুর পেংটী-ইঁদুর ক্ষুদে-ইঁদুর ধেড়ে-ইঁদুর সকল ইঁদুরকে ডাকিয়া আনিল। তারপর সকলে মিলিয়া এক শ এক রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে লুকাইয়া রাখিল—মালীর মালঞ্চে।

এদিকে ধোপার মেয়ের মুখে খবর পাইয়া সাত-সাত বড়রাণী উঠেন-না-পড়েন পুকুর-পাড়ে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু আসিয়া দেখেন—কোথায়ও কিছু নাই!

... ...

মালীর মালঞ্চে এক শ এক ভাইবোন আছে। মালী মালঞ্চে প্রত্যহ ভোরে ফুল তোলে। ফুল তুলিতে যাইয়া দেখে—মালঞ্চে এক শ এক ছেলেমেয়ে! সে এক শ এক ছেলেমেয়েকে নিজের ঘরে আনিয়া লুকাইয়া রাখিল।

—৫—

স্ফটিক-টলমল-জল সরোবরের পাড়ে রাজা বিষের নেশায় পড়িয়া আছেন। হাতী-ঘোড়া সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর আশে-পাশে সকলেই অচেতন। সন্ধ্যাবেলা গাছ-পাথর-পাহাড় ভাঙ্গিয়া শোঁ. শোঁ করিয়া ভীম-অজগর আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া দেখে—আজ আর বনের বাঘ নয়, সরোবরের পাড়ে সারি দিয়া হাতী-ঘোড়া সৈন্য-সামন্ত পড়িয়া আছে।

ভীম-অজগর কি রাখিয়া কি খাইবে, ঠিক করিতে পারে না। এ-দিক ও-দিক চাহিয়া চাহিয়া দেখে—পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড এক ঐরাবত-হাতী একপাশে পড়িয়া আছে। ভীম-অজগর ভাবিল—'এই সব সামান্য মানুষ ঘোড়া কত খাব!

—আগে ঐ হাতীটাকে গিলি।'—এই-না ভাবিয়া সে ঐরাবত-হাতীকে খাইতে গেল।

ঐরাবত-হাতী নিজে যত বড়, তার দাঁত-তুইটী তার দশ-গুণ লম্বা। ভীম-অজগর হাঁ করিয়া এক ঢোকে ঐরাবত-হাতীর গলা পর্য্যন্ত গিলিয়া ফেলিল; কিন্তু দাঁত-তুইটী কিছুতেই মুখের মধ্যে যায় না,—মুখের পাশে হাতীর

দাঁত আট্‌কাইয়া গিয়া সে নিজেই হাঁ করিয়া পড়িয়া রহিল।

... ...

সাত দিন বাদে সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর চেতনা পাইয়া জাগিয়া উঠিল। রাজা হুঁস হইয়া দেখেন—সরোবরের পাড়ে এক ভীম-অজগর ঐরাবত-হাতীর গলা পর্য্যন্ত গিলিয়া হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে! রাজা তীর ছুঁড়িয়া ভীম-অজগরের গলা কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর লইয়া রাজ্যের দিকে চলিলেন।

—৬—

রাজা ফিরেন না, লোক-লস্কর ফিরে না,—রাজপুরী নিঝুম-নিথর! সাত-সাত বড়রাণী এই সুযোগে ছোটরাণীকে বলিলেন—'বোন, এতদিন ঘরে আটক রয়েছিস্,—চল্, আজ গাঙ্গে নেয়ে আসি।'

সাত-সাত বড়রাণী ছোটরাণীকে সঙ্গে লইয়া গাঙ্গের ঘাটে চলিলেন। ঘাটে যাইয়া এ-রাণী বলেন—'নাম্ না জলে'; ও-রাণী বলেন—'হাঁটু-জলে চল্'; সে-রাণী বলেন—'আয় না, এই তো গলা-জল, এখানেই ডুব দিবি';—এই-না বলিয়া ছোটরাণীকে হাঁটু-জল হইতে কোমর-জলে, কোমর-জল হইতে গলা-জলে লইয়া গেলেন; তারপর এক-এক বড়রাণী এক-এক ঠেলা দিয়া তাঁহাকে অথই জলে ফেলিয়া দিলেন। ছোটরাণী গভীর জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে স্রোতে ভাসিয়া গেলেন।

... ...

সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর লইয়া রাজা রাজ্যে ফিরিতেছেন,

গাঙ্গের পাড়ে আসিয়া দেখেন—স্রোতে কি ভাসিয়া যায়! রাজার হুকুমে লোকজনেরা জলে লাফাইয়া পড়িয়া দেখে—মানুষ! রাজা বলিলেন—'মরা হোক্ জ্যান্ত হোক্, পাড়ে নিয়ে এস।' লোকজনেরা তাঁহাকে পাড়ে তুলিয়া আনিল। রাজা চাহিয়া দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন—এ কি! এ যে মালঞ্চপুরীর রাণী!

তিন দিন তিন রাত্ত গাঙ্গের পাড়ে থাকিয়া রাজা ছোট-রাণীকে চেতন করিলেন। তারপর রাজ্যে ফিরিয়া তাঁহাকে মালীর ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন।

—৭—

রাজপুরীতে গিয়া রাজা সাতমহলের সাত-সাত বড়রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ছোটরাণী কই?'

সাত-সাত বড়রাণী বলিলেন—'মহারাজ, সে কথা আর সুধোন কেন?—ছোটরাণী, না, শত্তুর! সাত বোন না নেয়ে তাকে নাওয়াতেম, না খেয়ে তাকে খাওয়াতেম, সবার মাঝে রেখে পালঙ্কে ঘুমাতেম,—কিন্তু তাকে দিয়ে হ'লো রাজপুরীর কলঙ্ক!—কাকেও কিছু না ব'লে-ক'য়ে পোড়ার-মুখী কোথায় চ'লে গ্যাছে! আমরা সাত বোন কেঁদে-কেটে মরি।'—এই বলিয়া সাত-সাত বড়রাণী চোকে-মুখে আঁচল চাপিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন—'বটে?···আচ্ছা, ছোটরাণীর কি ছেলে-পিলে হয়েছিল?'

সাত-সাত বড়রাণী বলিলেন—'মহারাজ, সে আরো কলঙ্কের কথা—ছেলেপিলে, না, ছাই!—ছোটরাণীর হয়েছিল জলভরা একটা থলে!'

শুনিয়া রাজা গুম্‌ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সেদিন তিনি আর কিছু বলিলেন না। পরদিন রাজ্যের লোক

সাত-সাত বড়রাণী··· ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া
কাঁদিতে লাগিলেন।—১৬ পৃষ্ঠা

ডাকাইয়া আনিয়া তিনি রাজসভা করিলেন। সেই সভায় রাজা ছোটরাণীর ধাইকে চোক রাঙাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাঁচ্‌তে চাস্ তো, সত্যি বল্, ছোটরাণীর কি ছেলেপিলে হয়েছিল ?'

ভয়ে ভয়ে ধাই স্বীকার করিল—'এক শো এক ছেলেমেয়ে।'

রাজা বলিলেন—'তারা কোথায় ?'

ধাই বলিল—'মহারাজ, বড়রাণী-মায়েরা ছেলেমেয়েদের আঁস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েচেন।'

রাজা ভূঁইমালীকে বলিলেন—'এখনই আঁস্তাকুঁড় সাফ কর,—ভ্যাখো, এক শো এক ছেলেমেয়ের কোন চিহ্ন আছে কিনা।'

ভূঁইমালী বলিল—'মহারাজ, এক শো এক ছেলেমেয়েকে ছাইয়ের গাদার গর্ত্তে একদিন আমিই জ্যান্ত দেখেচি। কিন্তু দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে তারা তখনই কোথায় যেন চ'লে গ্যাছে।'

রাজসভার এক পাশে ধোপার মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল। ভূঁইমালীর কথা শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল—'মহারাজ, আমিও একদিন পাটের তলে সে ছেলেমেয়েদের জ্যান্ত দেখেচি। কিন্তু দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে তারা তখনই কোথায় যেন চ'লে গ্যাছে।'

রাজসভায় আসিয়া মালী এতক্ষণ সকলের কথা শুনিতে-ছিল। সে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া এক শ এক রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে লইয়া আসিল। তারপর তাহা-দিগকে রাজ-সিংহাসনের কাছে লইয়া গিয়া বলিল—'মহারাজ, মালঞ্চে ফুল তুল্‌তে গিয়ে একদিন আমি এই এক শো এক ছেলেমেয়ে পেয়েচি।'

রাজা দেখিলেন—সেই এক শ এক ছেলেমেয়ের কপালে রাজটিকার চিহ্ন! তিনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া এক শ এক রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

... ...

তারপর মালীর বাড়ী হইতে মালঞ্চপুরীর রাণীও রাজ-পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা সাত-সাত বড়রাণীর সাতমহলের দরজা জন্মের মত কুলুপ-বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই সব মহলে কেহই আর যায় না, সাত-সাত বড়রাণীদের মুখও কেহই দেখে না।

রাজা দেখিলেন—সেই এক শ এক ছেলেমেয়ের
কপালে রাজটিকার চিহ্ন !—১৮ পৃষ্ঠা

আকাশ পরী

আকাশ-পরী

রাজবাড়ীর অন্দরের ফুল-বাগান হ'তে নিত্য ফুল চুরি যায়।

অন্দর-মহলে রাজকন্যার সখের বাগান। বাগানের মধ্যে হ্রদ। হ্রদের ফটিক-টলমল-জলে জলপদ্মের গাছ। রাজা দিগ্‌বিজয় ক'রে সে পদ্মের চারা এনে রাজকন্যাকে দিয়েছিলেন। পদ্মগাছে সবুজ পাতার মধ্যে দল্‌দলে তিন শো পাপ্‌ড়ির ফুল ফোটে,—দুধের মত তার রং, আর তিন শো হাত দূরেও ভুর্‌ভুর্ ক'রে তার গন্ধ আসে।

সন্ধ্যাবেলা পদ্মের কলি পদ্মপাতার ভেতর থেকে উঁকি মারে,—যেন রূপোর মোচাটী! দুপুর রাতে সেই কলি ফুটে ওঠে—শ্বেত-পাথরের থালাখানার মত! রাজকন্যা

চাঁদ্‌নী রাতে সাত-তলার ওপরে জান্‌লার পাশে ব'সে সাদা-ধব্‌ধবে ফুলটী ছ্যাখে, আর তার মিঠে গন্ধে সেইখানেই ঘুমিয়ে

পড়ে। ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলা সে চেয়ে দ্যাখে—হ্রদের জলে পদ্মের চিহ্নও নেই!

রোজ গাছে একটীমাত্র ফুল ফোটে, আর রোজই তা কে নিয়ে যায়—রাজকন্যা ভেবে পায় না।

... ...

রাজকন্যা রাজপুত্রদের কাছে গিয়ে বল্‌ল—'দ্যাখো দেখি, দাদারা,—রোজ কে আমার বাগানের পদ্মফুল চুরি ক'রে নেয়!'

বড়-রাজপুত্র বল্‌ল—'বটে? এত সাহস কার যে রাজ-বাড়ীর অন্দরের বাগান থেকে ফুল নেয়!······আচ্ছা, রোসো, চোরের কারসাজী আমি দেখাচ্ছি—নিজেই আমি রাত জেগে ফুল-বাগানে পাহারা দেবো।'

... ...

সন্ধ্যার পর বড়-রাজপুত্র খাট-পালঙ্ক পেতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে রাজকন্যার বাগানে ব'সে রইল।

হ্রদের জলে সবুজ পদ্মপাতার ফাঁকে তিন শো পাপ্‌ড়ির পদ্মফুলটী দল মেলে ফুটে উঠ্‌চে, বড়-রাজপুত্র তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে ব'সে দেখ্‌চে। ফুলের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ ক'রে ছুটে আস্‌চে,—সে গন্ধে বড়-রাজপুত্রের চোকে ঘুমের আমেজ লাগ্‌চে। দুপুর রাতে ফুর্‌ফুর্ ক'রে কিসের হাওয়া গায়

লাগ্‌ল—বড়-রাজপুত্র ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় হঠাৎ পালঙ্কের ওপর ঘুমিয়ে পড়্‌ল। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্‌তেই সে তড়াক্‌ ক'রে উঠে গ্যাখে—কোত্থাও পদ্মফুল নেই,—হ্রদের জলে ভাস্‌চে শুধু পদ্মগাছের সবুজ পাতা !

সকালে মেজো-রাজপুত্র সকল কথা শুনে বল্‌ল—'হ্যাঁ ! খাট-পালঙ্কে ব'সে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দাদা ধর্‌বে চোর ! তবেই হয়েচে !···আচ্ছা, আজ আমি পাহারা দেবো—দেখি, চোর কোথায় পালায় !'

সেদিন সন্ধ্যার আগেই মেজো-রাজপুত্র বাগানে গিয়ে হাজির হ'লো। সেখানে ঘাসের মত সবুজ মখমলের তক্‌-তকে বিছানাটী পেতে সে ব'সে রইল।

সন্ধ্যার পর পদ্মের কলির সাদা মাথাটী জলের ওপর ভেসে উঠ্‌ল। এক পহর রাতে তা আধ-ফুটন্ত হ'লো। দুপুর রাতে তিন শো পাপ্‌ড়ির দল মেলে পদ্মটী ফুটে উঠেচে, এমন সময় কোথা হ'তে ফুর্‌ফুরে হাওয়া বইতে লাগ্‌ল। ফুলের গন্ধে আর ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় মেজো-রাজ-পুত্র হঠাৎ মখমলের বিছানার ওপর ঘুমিয়ে পড়্‌ল। ভোর-বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে সে গ্যাখে—হ্রদের জলে পদ্মফুল নেই ! মেজো-রাজপুত্র চোক কচ্‌লায় আর জলের দিকে তাকায়,—'কই, কোত্থাও তো কিছু নেই !···এ কি কাণ্ড !'

রাজকন্যার পিঠোপিঠি ভাই ছোট-রাজপুত্র। সে বল্‌ল—'দাদারা তো দু'-দু' রাত্তির দেখ্‌ল। আজ আমি পাহারা দিয়ে দেখ্‌চি—ব্যাপার কি!'

ছোট-রাজপুত্র দিন-ভর ঘুমিয়ে নিলে। তারপর সন্ধ্যার সময় ঘুম থেকে উঠে ঢাল-তলোয়ার হাতে নিয়ে রাজকন্যার ফুল-বাগানে চল্‌ল। সেখানে গিয়ে সে হ্রদের পাড়ে চারদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল।

দুপুর রাতে পদ্মফুলটী ফুটে উঠেচে, অম্‌নি ফুর্‌ফুরে হাওয়া বইতে লাগ্‌ল। ছোট-রাজপুত্র হুঁসিয়ার হ'য়ে চোক মেলে পদ্মের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে,—হঠাৎ সে দ্যাখে—শন্ শন্ ক'রে আকাশ থেকে পরম-সুন্দরী এক পরী নেমে এল, তারপর শূন্যের ওপর থেকেই এক-টানে মৃণাল-শুদ্ধ পদ্মফুলটী তুলে নিয়ে সে আকাশে উধাও হ'লো।

—২—

তিন শো হাত ওপরে আকাশের পথে পরী উড়ে চলেচে, তিন শো হাত নীচে ছোট-রাজপুত্র পরীর দিকে দৃষ্টি রেখে ছুটে চল্‌ল। বন-বাদাড় নদী-পাহাড় কিছুই

তার খেয়াল নেই— আকাশের দিকে চোক রেখে আর

পদ্মফুলের গন্ধে গন্ধে পরীর উদ্দেশে সে ছুটছেই। যেতে

যেতে ভোরবেলা ছোট-রাজপুত্র ছ্যাখে—সাম্‌নে এক মেঘ-পুরী। ছোট-রাজপুত্র সেই পুরীর কাছে গিয়েচে, পদ্মফুলটী নিয়ে পরীও অম্‌নি পুরীর ভেতর ঢুকে পড়্‌ল।

... ...

ছোট-রাজপুত্র মেঘপুরীর চারদিকে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল—ভেতরে যাবার পথ পায় না। মেঘপুরীর চারদিক জমাট মেঘে ঘেরা, শুধু উপর-দিকে আকাশ-মুখো এক দরজা। পুরীতে যাবার পথ না পেয়ে ছোট-রাজপুত্র নিরাশ হ'য়ে মাটীতে ব'সে পড়্‌ল।

হঠাৎ সেখানে এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হ'লেন। সন্ন্যাসী ছোট-রাজপুত্রকে দেখে বল্‌লেন—'কে হে, বাপু, তুমি? আর, তুমি এখানে কি চাও?'

ছোট-রাজপুত্র বল্‌ল—'এক পরী আমার বোনের বাগানের পদ্মফুল নিয়ে এসেচে। সে এই পুরীর ভেতর গিয়েচে। ওখানে যাবার পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'ও-পুরীতে যাবার পথ তুমি খুঁজে পাবে কেমন ক'রে? ও যে আকাশ-পরীর বাড়ী মেঘপুরী। ওখানে যেতে হয় উড়ে। তুমি মানুষ, তোমার তো আর ওড়ার সাধ্যি নেই।...তবে, হ্যাঁ, নিষ্কন্ধা-বুড়ীর বাড়ী

হ'তে পক্ষীরাজ-ঘোড়া যদি আন্‌তে পার, তবে তা'তে চ'ড়ে ওখানে যেতে পার বটে।'

ছোট-রাজপুত্র সুধালো—'নিষ্কন্ধা-বুড়ী কে? আর তার বাড়ীই বা কোথায়?'

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—'নিষ্কন্ধা-বুড়ী মস্ত বড় ডাইনী। সে থাকে এই পাহাড়ের নীচেই,—ঐ যে ঝাউগাছগুলো দেখ্‌চ না, ওরই ও-পাশে।'

হোক্ না মস্ত বড় ডাইনী, নিষ্কন্ধা-বুড়ীর পক্ষীরাজ-ঘোড়া তো আছে!—ছোট-রাজপুত্র সন্ন্যাসীকে গড় ক'রে পক্ষীরাজ-ঘোড়ার জন্যে নিষ্কন্ধার বাড়ী চল্‌ল।

—৩—

যেতে যেতে ছোট-রাজপুত্র পথে গ্যাখে—ডাঙ্গায় প'ড়ে একটা মাছ ছট্‌ফট্ করচে। 'আহা রে!'—ব'লে ছোট-রাজপুত্র মাছটাকে ধ'রে ঝরণার জলে ছেড়ে দিল। জল পেয়ে মাছ হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। জলের ওপর মাথা তুলে সে বল্‌ল—'তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। ধর, নাও, এই আঁশটা। কখনো বিপদে পড় তো, আঁশটাকে জলে ফেলে দিও—আমার দেখা পাবে।'

ছোট-রাজপুত্র যত্ন ক'রে মাছের আঁশটাকে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখ্‌লে।

... ...

খানিক দূর গিয়ে ছোট-রাজপুত্র ছাখে—'একটা ফড়িঙ্‌ মাকড়শার জালে প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করচে। 'আহা রে!'—ব'লে ছোট-রাজপুত্র ফড়িঙ্‌টাকে ছাড়িয়ে দিল। ফড়িঙ্‌ আকাশে উড়ে যাওয়ার আগে বল্‌ল—'তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। ধর, নাও, এই পাখ্‌নাখানা। কখনো বিপদে পড় তো, পাখ্‌নাখানা আকাশে উড়িয়ে দিও—আমার দেখা পাবে।'

ছোট-রাজপুত্র যত্ন ক'রে ফড়িঙের পাখ্‌নাটাকে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখ্‌লে।

... ...

আরো কিছুদূর গিয়ে ছোট-রাজপুত্র ছাখে—লতাপাতায় শিং বেধে একটা হরিণ ছট্‌ফট্‌ করচে। 'আহা রে!'—ব'লে ছোট-রাজপুত্র হরিণের শিং ছাড়িয়ে দিল। মুক্তি পেয়ে হরিণ বল্‌ল—'তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। ধর, নাও, এই শিংটা। কখনো বিপদে পড় তো বনের মাঝে এ শিংটা ছুঁড়ে দিও—আমার দেখা পাবে।'

ছোট-রাজপুত্র যত্ন ক'রে হরিণের শিংটা রেখে দিলে।

... ...

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে ছোট-রাজপুত্র পাহাড়ের নীচে যেতেই

দ্যাখে—ঝাউ-গাছের পাশে আস্তাবলের সার, আর তার

সাম্‌নে ব'সে আছে থুথ্‌থুরে এক বুড়ী। ছোট-রাজপুত্র দেখেই চিন্‌তে পেল—এই সেই নিষ্কন্ধা-বুড়ী! নিষ্কন্ধা বুড়ীর

কাঁধের খোঁজ নেই, মাথাটা বুকের ওপর ঝুল্‌চে, আর তার দু'-পাশে দু'টো চোক জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌চে।

ছোট-রাজপুত্রকে দেখ্‌তে পেয়েই নিষ্কন্ধা-বুড়ী লাফিয়ে উঠ্‌ল ; তারপর তাড়াতাড়ি সাম্‌নে এগিয়ে এসে সে বল্‌ল— 'কে হে, বাপু, তুমি ?···কি চাই এখানে তোমার ?'

ছোট-রাজপুত্র বল্‌ল—'আমি রাজপুত্র। তোমার কাছেই এসেচি। শুনেচি—তোমার পক্ষীরাজ-ঘোড়া আছে, আমাকে একটা ঘোড়া ধার দেবে ?'

নিষ্কন্ধা-বুড়ী বল্‌ল—'পক্ষীরাজ-ঘোড়া চাও তুমি ?··· হাঃ হাঃ ! বেশ ! ধার নেবে তো ধ'রে নাও।'

'ধার নেবে তো ধ'রে নাও!'—বুড়ী এ বলে কি !— ছোট-রাজপুত্র নিষ্কন্ধার কথা বুঝ্‌তে না পেরে তার মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

বুড়ী বল্‌ল—'হাঁ ক'রে রইলে যে ? বুঝ্‌লে না যা বল্লুম ? তুমি পক্ষীরাজ চাও—তিন দিন পক্ষীরাজকে চরিয়ে এনে ফিরিয়ে দাও, নেবার বাধা নেই। কিন্তু ফিরিয়ে না আন্‌তে পার তো, তোমাকে দশ বচ্ছর আমার ঘোড়ার ঘাস কেটে দিতে হবে !'

ছোট-রাজপুত্র বল্‌ল—'বেশ। আজই ঘোড়া দাও, চরিয়ে আনি।'

নিষ্কন্ধা-বুড়ী বল্‌ল—'আচ্ছা।'

—৪—

বিকেল-বেলা নিষ্কন্ধা-বুড়ী ছোট-রাজপুত্রকে একটা ঘোড়া দেখিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'যাও তো, এই ঘোড়াটা চরিয়ে আন দেখি।'

ছোট-রাজপুত্র ঘোড়ার লাগাম ধ'রে মাঠে চরাতে নিল।

সারা বিকেল মাঠে মাঠে পক্ষীরাজকে চরিয়ে সন্ধ্যাবেলা ছোট-রাজপুত্র ঘরে ফির্‌চে—হঠাৎ চারদিক আঁধার ক'রে শোঁ-শোঁ-শব্দে ঝড় এল। আর সেই ঝড়ে রাজ্যের ধূলা-মাটির ঝাপ্‌টা লেগে ছোট-রাজপুত্র না পারে দম নিতে, না পারে চোক চাইতে। সে ঘোড়ার লাগামটী ছেড়ে দিয়ে দু'-হাতে একবার চোক-মুখ চেপে ধর্‌লে। তারপর চোক-মুখ ছেড়ে দিয়েই সে চেয়ে ছাখে—পক্ষীরাজ নেই!—সাম্‌নে প'ড়ে রয়েচে শুধু তার গলার লাগামটা!

ছোট-রাজপুত্র অবাক হ'য়ে এ-দিক ও-দিক খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল—পক্ষীরাজ গেল কোথায়! খুঁজে কোথাও ঘোড়া না পেয়ে হঠাৎ মাছের কথা তার মনে পড়্‌ল। তাড়াতাড়ি মাছের আঁশটা কাপড়ের কোণ হ'তে খুলে সে ঝর্‌ণার জলে ছেড়ে দিলে। দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে সেই আগেকার মাছটী জলের ওপর মাথা তুলে ভেসে উঠ্‌ল; তারপর সে ছোট-রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস কর্‌ল—'কি, রাজপুত্র, কি হয়েচে?'

ছোট-রাজপুত্র বল্‌ল—'বড্ড বিপদে পড়েচি, ভাই। নিষ্কন্ধা-বুড়ীর পক্ষীরাজ-ঘোড়া চরাতে এনেছিলুম; সন্ধ্যার পর তা ফিরিয়ে দেবার কথা। ঘোড়া কোথায় পালিয়েচে খুঁজে পাচ্চি নে। ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে দিতে না পার্‌লে আমাকে নিষ্কন্ধা-বুড়ীর বাড়ী দশ বচ্ছর ঘোড়ার ঘাস কাট্‌তে হবে।'

মাছ বল্‌ল—'আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি।'—ব'লেই সে জলের ভেতর ডুব মার্‌ল। খানিক পরে সে আর-একটা মাছের লেজ[illegible]মুড়ে ধ'রে ঝর্‌ণার জলে ভেসে উঠ্‌ল; বল্‌ল—'নাও, রাজপুত্র, এই তোমার পক্ষীরাজ। ডাইনী-বুড়ীর ঘোড়া কিনা, তাই মাছ হ'য়ে জলের ভেতর লুকিয়ে ছিল। কিন্তু হাজার হোক্, মাছের তো আর পক্ষীরাজের মত পাখা নেই, তাই তো ধরা প'ড়ে গেল। গলায় লাগাম পরিয়ে ছ্যাখো তো এবার—বাছার যাদু কোথায় থাকে!'

ছোট-রাজপুত্র মাছের গলায় লাগাম পরিয়ে দিতেই সে যে-পক্ষীরাজ সেই পক্ষীরাজ হ'য়ে পড়্‌ল।

ঘোড়া নিয়ে ছোট-রাজপুত্র তখন নিষ্কন্ধা-বুড়ীর বাড়ী ফির্‌ল।

রাজপুত্রের সঙ্গে পক্ষীরাজকে ফির্‌তে দেখে নিষ্কন্ধা-বুড়ী অবাক্! সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াকে বল্‌ল—'এ কি হ'লো, পক্ষীরাজ! তুমি পালাবার সুযোগ পাবে ব'লেই

না আমি মায়া-ঝড় তুল্লুম! তবু তুমি পালাতে পার্লে না।

পক্ষীরাজ বল্ল—'আমি ত পালিয়েই ছিলুম। কিন্তু এ যে বেজায় শক্তের পাল্লা! জলের মাছও যে এর চর, তা কি আর আমি জানি?'

... ...

পরদিন নিষ্কন্ধা-বুড়ী ছোট-রাজপুত্রকে আর-একটা ঘোড়া দেখিয়ে দিয়ে বল্ল—'যাও তো, বাপু, আজ এটাকে চরিয়ে আন দেখি।'

আগেরই মত সেদিনও ছোট-রাজপুত্র সারা বিকেল মাঠে মাঠে ঘোড়া চরাল। সন্ধ্যার সময় ঘোড়া নিয়ে সে বাড়ী ফির্চে, হঠাৎ গাছ-গাছড়া ভেঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় উঠ্ল। ঝড়ে ছোট-রাজপুত্রের গায়ের ওড়্না উড়িয়ে নিয়ে চল্ল। ছোট-রাজপুত্র ঘোড়ার লাগামটা ছেড়ে দিয়ে দু'-হাতে গায়ের ওড়্নাখানি চেপে ধর্লে। তারপর ওড়্না ছেড়ে দিয়ে ফের লাগাম ধর্তে গিয়ে সে ভাখে—পক্ষীরাজ নেই!—সাম্নে মাটীতে প'ড়ে রয়েছে শুধু ঘোড়ার লাগামটা!

ছোট-রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে এ-দিক ও-দিক খুঁজ্তে লাগ্ল—পক্ষীরাজ গেল কোথায়! খুঁজে কোথাও ঘোড়া না পেয়ে হঠাৎ ফড়িঙের কথা তার মনে পড়্ল। তাড়াতাড়ি

ফড়িঙের পালকটা কাপড় হ'তে খুলে সে আকাশে উড়িয়ে দিলে। দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে আগেকার ফড়িঙ্‌টা বন্‌ বন্‌ ক'রে পাখ্‌না নেড়ে আকাশ থেকে নীচে নেমে এল; তারপর সে ছোট-রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করল—'কি, রাজপুত্র, কি হয়েচে?'

ছোট-রাজপুত্র বল্‌ল—'বড্ড বিপদে পড়েচি, ভাই। নিষ্কন্ধা-বুড়ীর পক্ষীরাজ-ঘোড়া চরাতে এনেছিলুম; সন্ধ্যার পর তা ফিরিয়ে দেবার কথা। ঘোড়া কোথায় পালিয়েচে খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে দিতে না পার্‌লে আমাকে নিষ্কন্ধা-বুড়ীর বাড়ী দশ বচ্ছর ঘোড়ার ঘাস কাট্‌তে হবে।'

ফড়িঙ্‌ বল্‌ল—'আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি।'—ব'লেই সে বন্‌ বন্‌ ক'রে ফের আকাশে উড়ে গেল। খানিক পরে সে আর-একটা ফড়িঙের লেজ কামড়ে ধ'রে নীচে নেমে এল; বল্‌ল—'নাও, রাজপুত্র, এই তোমার পক্ষীরাজ। ডাইনী-বুড়ীর ঘোড়া কিনা, তাই ফড়িঙ্‌ হ'য়ে আকাশে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু হাজার হোক্‌, ফড়িঙের তো আর ঘোড়ার ম- চারটে ঠ্যাং নেই, তাই তো ধরা প'ড়ে গেল। গলায় লাগাম পরিয়ে ছাখো তো এবার—বাছার যাদু কোথায় থাকে!'

ছোট-রাজপুত্র ফড়িঙের গলায় লাগাম পরিয়ে দিতেই সে যে-পক্ষীরাজ সেই পক্ষীরাজ হ'য়ে পড়্‌ল।

ঘোড়া নিয়ে ছোট-রাজপুত্র তখন নিষ্কন্ধা-বুড়ীর বাড়ী ফির্‌ল।

এ-দিনও ঘোড়া নিয়ে রাজপুত্রকে ফির্‌তে দেখে নিষ্কন্ধা-বুড়ীর চক্ষুস্থির! সে ছুটে গিয়ে ঘোড়ার কানের গোড়ায় এক থাপ্পড় মেরে বল্‌ল—'বেইমান কোথাকার! পালাবার সুযোগ পাবি ব'লেই না আমি মায়া-ঝড় তুল্‌লুম, আর তুই না পালিয়েই ফিরে এলি!'

পক্ষীরাজ বল্‌ল—'আমার দোষ কি,—আমি কি আর পালাই নি? কিন্তু এ যে বাঘা-ওলের পাল্লা! আকাশের ফড়িঙ্‌ও যে এর চর, তা কি আর আমি জানি!'

... ...

তিন দিনের দিন নিষ্কন্ধা-বুড়ী বেছে বেছে সবার সেরা বজ্জাত ঘোড়াটাকে নিয়ে এল; তারপর ছোট-রাজপুত্রকে বল্‌ল—'আজ এটাকে চরিয়ে আন দেখি।'

সারা বিকেল মাঠে মাঠে পক্ষীরাজকে চরিয়ে সন্ধ্যাবেলা ছোট-রাজপুত্র ফির্‌চে, হঠাৎ শিলা-বৃষ্টিতে চারদিকে প্রলয়-কাণ্ড!

ভিজে ভিজে ছোট-রাজপুত্র নেয়ে উঠেচে। মাথার জল মুছ্‌তে একবার সে হাতের লাগামটা ছেড়ে দিয়েচে, ফের লাগাম ধর্‌তে গিয়ে ত্থাখে—পক্ষীরাজ নেই!—সাম্‌নে মাটীতে প'ড়ে রয়েছে শুধু ঘোড়ার লাগামটা!

ছোট-রাজপুত্র অবাক হ'য়ে ভাব্‌তে লাগল—'তাই তো! রোজই দেখ্‌চি এ রকম তাজ্জব ব্যাপার! এ দু'-দিন তবু ভালোয় ভালোয় কেটেচে, আজ এখন কি করি!'

ভাব্‌তে ভাব্‌তে ছোট-রাজপুত্রের মনে পড়্‌ল হরিণের কথা। সে তাড়াতাড়ি হরিণের শিংটা বের ক'রে বনের মাঝে ছুঁড়ে দিলে। অম্‌নি লতাপাতা ছিঁড়ে হন্ হন্ ক'রে ছুটে আগেকার সেই হরিণ এসে সেখানে উপস্থিত। হরিণ বল্‌ল—'কি, রাজপুত্র, কি হয়েচে?'

ছোট-রাজপুত্র বল্‌ল—'বড্ড বিপদে পড়েচি, ভাই। নিষ্কন্ধা-বুড়ীর পক্ষীরাজ-ঘোড়া চরাতে এনেছিলুম; সন্ধ্যার পর তা ফিরিয়ে দেবার কথা। ঘোড়া কোথায় পালিয়েচে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে দিতে না পার্‌লে আমাকে নিষ্কন্ধা-বুড়ীর বাড়ী দশ বচ্ছর ঘোড়ার ঘাস কাট্‌তে হবে।'

হরিণ বল্‌ল—'আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি।'—ব'লেই সে বনের ভেতর ছুটে গেল। খানিক পরে নিজের শিং-এ জড়িয়ে আর-একটা হরিণকে টেনে নিয়ে এসে সে বল্‌ল—'এই নাও, রাজ-পুত্র, তোমার পক্ষীরাজ। ডাইনী-বুড়ীর ঘোড়া কিনা, তাই হরিণ হ'য়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু হাজার হোক্, হরিণের তো আর ঘোড়ার মত বালাঞ্চি নেই, তাই তো ধরা

প'ড়ে গেল। গলায় লাগাম পরিয়ে ছ্যাখো তো এবার—বাছার যাছ কোথায় থাকে!'

ছোট-রাজপুত্র হরিণের গলায় লাগাম পরিয়ে দিতেই সে যে-পক্ষীরাজ সেই পক্ষীরাজ হ'য়ে পড়্‌ল।

ঘোড়া নিয়ে ছোট-রাজপুত্র তখন নিষ্কন্ধা-বুড়ীর বাড়ী ফির্‌ল।

আজও ঘোড়া নিয়ে রাজপুত্রকে ফির্‌তে দেখে রাগে নিষ্কন্ধা-বুড়ীর দিশে রইল না। সে চাবুক হাতে ক'রে ছুটে গিয়েই ঘোড়ার পিঠে সপাং সপাং ক'রে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিল; আর সঙ্গে সঙ্গে জোরে চ্যাচিয়ে উঠ্‌ল—'তোদের পুষেছিলুম এই জন্যে রে এতদিন! একটা দিনও কেউ পালিয়ে থাকৃতে পার্‌লি নে?'

ঘোড়া বল্‌ল—'পালিয়ে তো ছিলুমই। কিন্তু বনের পশুও যে এর চর, তা কি আর আগে জানি!'

এর পরে তো আর ছলছুতা খাটে না—বাজীতে জিত হয়েচে, ছোট-রাজপুত্রকে নিষ্কন্ধার পক্ষীরাজ দিতেই হ'লো।

—৫—

পক্ষীরাজ-ঘোড়া পেয়ে ছোট-রাজপুত্র মেঘপুরীর পাশে লুকিয়ে রইল। সেদিন ভোরে আকাশ-পরী পদ্মফুল নিয়ে যেমন মেঘপুরীতে ঢুকৃতে যাবে, অম্‌নি ছোট-রাজপুত্র পক্ষীরাজ-ঘোড়ায় চ'ড়ে শোঁ ক'রে আকাশে উঠে পড়্‌ল,

আর আকাশ-মুখো দরজা আগ্‌লিয়ে খপ্‌ ক'রে আকাশ-

পরীর ডান হাতখানা ধ'রে ফেল্‌লে। মানুষের ছোঁয়া লেগে আকাশ-পরীর তখন আর ওড়ার উপায় রইল না। তার

কাঁধের ডানা-ছু'খানিও দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে কোথায় মিলিয়ে গেল !

তখন রাজপুত্র চেয়ে ত্থাখে—তার সাম্‌নে পরম-সুন্দরী এক রাজকন্যা ! আর রাজকন্যাও চোক তুলে ত্থাখে—তার হাত ধ'রে রয়েচে—এক রাজপুত্র !

রাজকন্যা বল্‌ল—'তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে, রাজপুত্র ! এখন যে আর আমার মেঘপুরীতে যাওয়ার উপায় নেই !'

রাজকন্যাকে দেখে ছোট-রাজপুত্র ভারী খুশী !—সে বল্‌ল—'মেঘপুরীতে তোমার আর যাবার দরকার কি ? তুমি আমার সঙ্গে চল,—থাক্‌বে রাজপুরীতে। সেখানে গিয়ে তোমাকে আর লুকিয়ে পদ্মফুল তুল্‌তে হবে না। চাও তো, পদ্মফুলের আসন ক'রে তোমাকেই তার ওপর তুলে রাখ্‌ব।'

রাজকন্যা বল্‌ল—'পদ্মফুল তোলা—সে যে আমার শাপের ফল। তিন শো পাপ্‌ড়ির হাজার পদ্মফুলে দেবতার পূজা না হ'লে আমার শাপ-মোচন হবে না। আমি ছিলুম স্বর্গের অপ্সরী; দেবতার পূজার ফুল তুচ্ছ ক'রে আকাশ-পরী হয়েছিলুম,—তাতেই শূন্যে শূন্যে ঘুরে মর্‌চি।'

রাজপুত্র বল্‌ল—'আর তোমাকে শূন্যে ঘুর্‌তে হবে না,—চল রাজপুরীতে। সেখানে তিন শো পাপ্‌ড়ির পদ্মফুলের

অভাব হবে না ; আর হাজার পদ্মফুল জোগাবার ভারও আমি নিলুম। চল,—রাজকন্যা, চল,—তোমাকে রাজরাণী ক'রে রাখ্‌ব।'

পক্ষীরাজ-ঘোড়ায় চ'ড়ে আর আকাশ-পরীকে সঙ্গে নিয়ে ছোট-রাজপুত্র রাজ্যে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে আকাশ-পরী সত্যি-সত্যিই ছোট-রাজপুত্রের রাজরাণী হ'লো।

ছোট-রাজপুত্রের বিয়ের পর একদিন ছোট-রাজপুত্রের

বোন—রাজকন্যা বল্‌ল—'দাদা, রাজবাড়ীর অন্দরের ফুল-

বাগানে যে ফুল চুরি করে সে বড় চোর, না, মেঘপুরী হ'তে আকাশ-পরীকে যে চুরি ক'রে আনে সে বড় চোর ?'

ছোট-রাজপুত্র হেসে বল্‌ল—'তুই-ই রে, পাগ্‌লী, তুই-ই।'

দৈত্যপুরীর
জামাই

দৈত্যপুরীর জামাই

—১—

এক শঙ্খচিল। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে সে একটা বটগাছের আগায় থাকে। আর সেই বটগাছের তলায় গর্ত্তের ভেতর থাকে এক অজগর-সাপ।

শঙ্খচিল যখন চড়ায়-বড়ায় যায়, তখন অজগর গর্ত্তের বাইরে আসে; তারপর তার আশীহাত-লম্বা ল্যাজের ওপর খাড়া হ'য়ে উঠে শঙ্খচিলের বাসা হ'তে কাচ্চা-বাচ্চা এনে খায়। শঙ্খচিল বাসায় ফির্‌তে-না-ফির্‌তে অজগর সুড়্ সুড়্ ক'রে গর্ত্তে গিয়ে ঢোকে।

রোজই এ-রকম হয়। এক কাঠুরের ছেলে সেই পথে কাঠ কাটতে যায়, রোজই সে এই কাণ্ড ছ্যাখে।

একদিন শঙ্খচিল বাসা হ'তে গিয়েচে, অজগর গর্ত্তের বাইরে এসে তার আশীহাত-লম্বা ল্যাজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল; তারপর ছোঁ মেরে শঙ্খচিলের বাসা হ'তে একটা ছানা এনে গিলতে যাবে, এমন সময় কাঠুরের ছেলে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লো। অজগরের কাণ্ড দেখে সেদিন কাঠুরের ছেলের ধৈর্য্য রইল না। সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে হাতের কুড়ুল বাগিয়ে অজগরের গায় ঘ্যাঁচ্ ক'রে এক কোপ বসিয়ে দিল। কুড়ুলের ঘায়ে অজগর কেটে ছু'-খান হ'য়ে গেল।

শঙ্খচিল এই সময় বাসায় ফির্ছিল। সে উড়ে আস্তে আস্তে সব দেখ্তে পেলে। অম্নি সে শোঁ ক'রে নীচে নেমে এল; আর এসেই কাঠুরের ছেলেকে বল্ল—'তুমি আমার বড় উপকার করেচ। তোমার যখন-খুশী ব'লো— তোমাকে আকাশ-বুড়ীর বাড়ী দেখিয়ে আন্ব।'

আকাশ-বুড়ীর বাড়ী আকাশের ন'-হাজার হাত ওপরে। শঙ্খচিল ছাড়া আর কারুর সেখানে যাওয়ার জো নেই।

কাঠুরের ছেলে ভাব্ল—'মন্দ কি! এখানে রোজ রোজ কাঠ কেটেই তো মর্‌চি! একদিন আকাশের ওপর ঘুরে আসা যাক্।'

কাঠুরের ছেলে···হাতের কুড়ুল বাগিয়ে অজগরের গায় ঘ্যাঁচ্
ক'রে এক কোপ বসিয়ে দিল।—৪৬ পৃষ্ঠা

পরদিন কাঠুরের ছেলে বল্‌ল—'শঙ্খচিল, আজ আমাকে আকাশ-বুড়ীর বাড়ী নিয়ে চল না?'

শঙ্খচিল বল্‌ল—'বেশ। ওঠ আমার পিঠের ওপর।'

কাঠুরের ছেলে শঙ্খচিলের পিঠে চ'ড়ে বস্‌ল। শঙ্খচিল কাঠুরের ছেলেকে নিয়ে শোঁ শোঁ ক'রে আকাশে উঠ্‌ল।

—২—

কাঠুরের ছেলে শঙ্খচিলের পিঠে চ'ড়ে আকাশ-বুড়ীর বাড়ী দেখে ফির্‌চে, পথে চাঁদের বুড়ীর সঙ্গে দেখা। চাঁদের বুড়ীর গোটা-কত মেঘের বস্তার দরকার। নিজেই চলে সে লাঠি-ঠক্‌ঠক্ ক'রে,—কে তাকে তা ব'য়ে দেয়? বস্তায় মেঘ পূরে সে রাস্তার পাশে বসেছিল—যদি তারা-ছোক্‌রাদের কাউকে দিয়ে কাজটা করাতে পারে। এমন সময় কানের কাছে শোঁ-শোঁ-শব্দ শুনে সে চেয়ে দ্যাখে—শঙ্খচিলের পিঠে একজন মানুষ। চাঁদের বুড়ী বল্‌ল—'হ্যাঁগা বাবা শঙ্খু, তুমি ও কাকে নিয়ে চলেচ? আমার বাড়ীর কাছ দিয়ে একটু ঘুরে চল না। আর ও লোকটাকেও একটু ব'লে দাও না—এই মেঘের বস্তা-ক'টা যদি আমার বটগাছ-তলায় ব'য়ে দেয়।'

চাঁদের বুড়ীর কথা শুনে কাঠুরের ছেলে বল্‌ল—'বেশ তো, শঙ্খচিল। চল না, যাওয়া যাক্ একটু ঘুরেই। বুড়ীর

বস্তাগুলোও নিয়ে যাওয়া যাবে, আর, এত যে শুনি চাঁদের বুড়ীর বটগাছের কথা, সে-টাও একবার দেখা হবে।'

কাঠুরের ছেলে শঙ্খচিলকে থামিয়ে মেঘের বস্তাগুলো ঘাড়ে তুলে নিল।

বটগাছের তলায় গিয়ে কাঠুরের ছেলে যখন মেঘের বস্তাগুলো নামিয়ে দিলে, তখন চাঁদের বুড়ী তাকে বল্‌লে—'বাপু, তুমি আমার বড় উপকার করেচ। এই বটগাছের ফল যেটা-খুশী পেড়ে নিয়ে যাও।'

চাঁদের বুড়ী যেমন আদ্যিকালের বুড়ী, তার বটগাছও তেম্‌নি আদ্যিকালের গাছ, আর সেই গাছে যে ফল ফলে তা-ও সেই আদ্যিকালের জিনিস। বটগাছের এক-এক ডালে এক-একটা ফল হয়, তা দেখ্‌তে যেমন চৌকোণা, তেম্‌নি তা ভাঙ্‌লে বের হয় কোনোটার মধ্যে সাতমহল এক রাজপুরী, কোনোটার মধ্যে এক বাক্স হীরা-জহরত, কোনোটায় বা এক হাঁড়ি লুচি-সন্দেশ। চাঁদের বুড়ী সে ফল কি আর যাকে-তাকে দেয়! কাঠুরের ছেলে তার উপকার করেচে কিনা, তাই তাকে একটা ফল পেড়ে নিতে বল্‌ল।

কাঠুরের ছেলে তো আর চাঁদের বুড়ীর বটগাছের ফলের ও-সব গুণ জানে না। সে ভাব্‌ল—'বটগাছের ফল নিয়ে কি হবে?—ও ফল তো না যায় খাওয়া, না লাগে কোনো কাজে!'

কাঠুরের ছেলে···হাতের কাছে যে-ফলটা পেল তাই
ছিঁড়ে আনল—৪৯ পৃষ্ঠা

তবু সাধা জিনিস ফেল্‌তে নেই ; তার ওপর চাঁদের বুড়ীর বটগাছের ফল,—দশজনকে দেখাবার মত একটা জিনিস হবে—এই মনে ক'রে সে হাতের কাছে যে-ফলটা পেল তাই ছিঁড়ে আন্‌ল।

ফলটা দেখে চাঁদের বুড়ী বল্‌ল—'সাতমহল রাজপুরীর ফল এটা। এর মাঝে আছে সাতমহল এক রাজপুরী। যেখানে সেখানে এ ফল ভেঙো না যেন—মাটীর ছোঁয়াচ পেলেই কিন্তু রাজপুরী গজিয়ে উঠ্‌বে।'

সাতমহল রাজপুরীর ফল! ফলের মধ্যে আবার সাত-মহল রাজপুরী হয় নাকি! বেশ বেশ! তা হ'লে তো ভালোই হ'লো!—ফলটা হাতে নিয়ে কাঠুরের ছেলে মনের ফূর্ত্তিতে শঙ্খচিলের পিঠে চ'ড়ে আকাশ থেকে নাম্‌তে লাগ্‌ল

—৩—

কাঠুরের ঘরের ছেলে—ঘাড়ে দু'-মণ চার-মণ বোঝা বওয়াই তার অভ্যাস। সামান্য একটা বটগাছের ফল—সে তো দু'-আঙ্গুলে ধ'রে নেওয়ার জিনিস!—কাঠুরের ছেলে দু'-আঙ্গুলেই ফলের বোঁটাটা ধ'রে নিচ্ছিল। কিন্তু, ওমা! এ কি! শঙ্খচিলের পিঠে চ'ড়ে সে যতই নীচে নাম্‌চে, ফলের ভারে তার হাত যেন ততই ছিঁড়ে পড়্‌চে! কাঠুরের

ছেলে অবাক হ'য়ে ভাব্‌ল—'বাঃ! এ তো দেখ্‌চি মজা!' কিন্তু মজা ভাব্‌লে কি হবে?—চাঁদের বুড়ীর দেশে যা তূলোর মত হাল্‌কা, নীচে তো তা-ই হয় জগদ্দল পাথর!

ফলের ভার যখন হাতে আর সইছিল না, তখন কাঠুরের ছেলে সেটাকে বুকে সাপ্‌টে ধর্‌লে। আরো কিছুদূর নীচু নেমে এসে তা সাপ্‌টে রাখাও কঠিন হ'লো। কাঠুরের ছেলে দু'-হাতে ফলটাকে জড়িয়ে ধ'রে ঘাড়ে তুল্‌তে যাবে, অম্‌নি ডিগ্‌বাজী খেয়ে হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে শঙ্খচিলের পিঠ হ'তে প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত হ'তে ফলটাও মাটীতে প'ড়ে গিয়ে একেবারে চৌচির! আর দেখ্‌তে না-দেখ্‌তে সেখানে হ'য়ে দাঁড়াল—সাতমহল প্রকাণ্ড এক রাজপুরী!

কিন্তু রাজপুরী হ'লে কি হয়?—সে যে এক তেপান্তরের মাঠ! সেখানে না আছে লোকজন, না আছে গাছ-পালা!

সাতমহল রাজপুরী হ'লো তো, এমন তেপান্তরের মাঠে তা কোন্ কাজে লাগ্‌বে! কাঠুরের ছেলে ভাব্‌তে লাগল—চাঁদের বুড়ীর বটগাছের এমন ফলটা পাওয়া গেল,—আহা, এটা যদি তার বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত নেওয়া চল্‌ত!—তা হ'লে তার বাড়ীতেই তো এই সাতমহল রাজপুরী হ'তো, আর সেই রাজপুরীর মালিক তো হ'তো সে-ই! কিন্তু, হায় হায়! এমন অজায়গায় ফলটা প'ড়েই তো সব মাটী

হ'লো। কাঠুরের ছেলে রাজপুরীর সাম্‌নে ব'সে দুঃখ কর্‌তে লাগ্‌ল।

কাঠুরের ছেলে ব'সে ব'সে দুঃখ কর্‌চে আর ভাব্‌চে, এমন সময় হুম্ হুম্ ক'রে সেখানে প্রকাণ্ড এক বনদৈত্য এসে উপস্থিত।

বনদৈত্য বল্‌ল—'কে হে তুমি এখানে ব'সে? আর এখানে এ রাজপুরীই বা এল কোত্থেকে?'

কাঠুরের ছেলে বনদৈত্যকে সব কথা খুলে বল্‌ল—'চাঁদের বুড়ীর বটগাছের ফল ভেঙে গিয়ে এখানে এ রাজপুরী হয়েচে।'

বনদৈত্য বল্‌ল—'ওঃ! তা তো হবেই। কিন্তু এমন জায়গায় এ রাজপুরীতে কি হবে?'

কাঠুরের ছেলে বল্‌ল—'আমিও তো তাই ভাব্‌চি। কিন্তু এখন আর উপায় কি?'

বনদৈত্য বল্‌ল—'উপায় আমি কর্‌তে পারি। এই সাতমহল রাজপুরী—যেখানে বল—উপ্‌ড়ে নিয়ে দেবো। কিন্তু তা কর্‌লে আমাকে তুমি কি দেবে?'

কাঠুরের ছেলে বল্‌ল—'বল, তুমি কি চাও। তুমি যা চাও তাই দেবো।'

কাঠুরের ছেলে ভাব্‌ল—'বনদৈত্য আর কি চাবে? খাবার-টাবার কিছু তো!—হয় দুটো হাতীর মাথা, নয় তো

একটা বাঘের ঠ্যাং! যা-ই চাক্, বাড়ীর দরজায় সাতমহল রাজপুরীটা নিতে পার্‌লে, সে-ই তো তখন দেশের রাজা,— ও-সব দিতে কতক্ষণ ?'

বনদৈত্য কাঠুরের ছেলেকে তিন-সত্যি করিয়ে নিলে— সে কাঠুরের ছেলের বাড়ীর দরজায় রাজপুরী তুলে নিয়ে যাবে, আর তার বদলে ষোল বচ্ছর বাদে কাঠুরের ছেলে তার বড় ছেলেটা তাকে দেবে।

কাঠুরের ছেলে মনে মনে হাস্‌তে লাগ্‌ল—তার বিয়েই হয়নি, তার ওপর ষোল বচ্ছর বাদে!—বনদৈত্য ততদিন বাঁচে কি মরে, কে জানে! আর বাড়ীর দরজায় সাতমহল রাজপুরী হ'লে সে-ই তো তখন দেশের রাজা। ষোল বচ্ছর বাদে তার বাড়ীর দরজায় কেউ এলে সে তার কোটালকে ডেকে হুকুম কর্‌বে—'নিকাল দেও!'

কাঠুরের ছেলের তিন-সত্যি পেয়ে বনদৈত্য হেঁইয়ো হেঁইয়ো ক'রে সাতমহল রাজপুরীর সাতচূড়া ধ'রে টান দিল। তক্ষুণি পড়্ পড়্ ক'রে শিকড়-শুদ্ধ সাতমহল রাজপুরী আল্‌গা হ'য়ে এল। বনদৈত্য সাতমহল রাজ-পুরীটা কাঁধের ওপর ফেলে কাঠুরের ছেলেকে বল্‌ল— 'চল।'

... .

হেঁটে হেঁটে কাঠুরের ছেলের বাড়ীর দরজায় গিয়ে

বনদৈত্য সাতমহল রাজপুরীটা ধপাস্ ক'রে মাটীতে নামিয়ে

দিলে। তারপর হুম্ হুম্ ক'রে চ'লে যাওয়ার সময় সে ফের ব'লে গেল—'ভুলো না কিন্তু তিন-সত্যি। ষোল বচ্ছর পরে আমি আস্‌ব। এসে যেন তোমার বড় ছেলেকে পাই।'

...

সাতমহল রাজপুরীর মালিক হ'য়ে কাঠুরের ছেলে তখন সে দেশের রাজা। আর রাজা হ'লে তাঁর রাণীও তো থাকা চাই। কিছুদিন পরে তাঁর রাণী হ'লো আর-একদেশের রাজার এক মেয়ে।

—৪—

কাঠুরের ছেলে রাজা, আর এক রাজকন্যা তার রাজরাণী। রাজা-রাণীর ঘরে এর মধ্যে একে একে জন্মাল সাত রাজপুত্র। ছোট রাজপুত্র যখন জন্মেছে তখন রাজার রাজত্বের ষোল বছর কেটে গ্যাছে।

... ...

রাজা উজীর-নাজির পাত্র-মিত্র নিয়ে একদিন রাজসভায় ব'সে আছেন, হঠাৎ হুম্ হুম্ ক'রে সেখানে বনদৈত্য এসে উপস্থিত। বনদৈত্য এসেই রাজাকে বল্‌ল—'কই হে রাজা, তোমার বড় ছেলেকে দাও এবার। ষোল বচ্ছর তো কেটে গ্যাছে।'

রাজা তিন-সত্যির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। বনদৈত্যকে দেখে কোটালকে ডেকে—'নিকাল দেও'—ব'লে হুকুম দেবেন কি, নিজেরই মুখ শুকিয়ে আম্‌শী!

কিন্তু ছেলের মায়া বড় মায়া !—রাজা বল্‌লেন—‘উজীর, বল তো এখন বনদৈত্যের হাত থেকে এড়াবার উপায় কি ?’

রাজা-উজীর চুপে চুপে যুক্তি করতে লাগ্‌লেন। উজীর ভেবে-চিন্তে এক বুদ্ধি করলেন। তারপর বন-দৈত্যকে বল্‌লেন—‘দাঁড়াও। রাজা তোমায় তিন-সত্যি দিয়েচেন, ছেলে তো পাবেই। আমি সাজিয়ে-গুজিয়ে রাজপুত্রকে এনে দিচ্ছি।’

উজীর অন্দরে গিয়ে দাসীর ছেলেকে রাজপুত্রের পোষাক পরালেন। তারপর তাকে রাজসভায় এনে বন-দৈত্যকে বল্‌লেন—‘নাও, তুমি যে ছেলেকে চাও, সে এই।’

বনদৈত্য রাজপুত্র মনে ক’রে দাসীর ছেলেকে নিয়ে চল্‌ল।

... ...

যেতে যেতে দাসীর ছেলে পথের পাশে দ্যাখে একগাছা ঝাঁটা। সে ছুটে গিয়ে ঝাঁটাগাছটা কুড়িয়ে আন্‌লে।

বনদৈত্য বল্‌ল—‘ও কি হে ? ঝাঁটা দিয়ে কি হবে ?’

দাসীর ছেলে বল্‌ল—‘কেন, ঘর ঝাঁট দেব।’

দাসীর ছেলের কথা শুনে বনদৈত্য ফিরে দাঁড়াল। সে জিজ্ঞেস করল—‘ঘর ঝাঁট দেবে !—তুমি ? তুমি কি কখনো ঘর ঝাঁট দিয়েচ নাকি ?’

দাসীর ছেলে বুক ফুলিয়ে বল্‌ল—‘দেবো না কেন ? মায়ের সঙ্গে কতদিনই তো দিয়েচি।’

বনদৈত্য বল্‌ল—'হুঁঃ! বুঝেচি!···বেশ, তোমাকে আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না,—ফিরে চল রাজবাড়ী।'

দাসীর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বনদৈত্য রাজবাড়ীতে ফিরে চল্‌ল।

··· ··· ··· ···

রাজসভায় ঢুকেই বনদৈত্য চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'আমার চোকে ধূলো দিতে চাও, রাজা? দাসীর ছেলেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েচ রাজার ছেলে ক'রে। রাজার ছেলে কি কখনো ঘর ঝাঁট দেয় নাকি?—ভালো চাও তো, শীগ্‌গীর তোমার বড় ছেলেকে দাও।'

বনদৈত্যকে ফির্‌তে দেখেই রাজা ভয়ে কাঁপ্‌ছিলেন। উজীর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বনদৈত্যকে বল্‌লেন—'হেঃ হেঃ, এটা ভুল হয়ে গ্যাছে, বটে! কিছু মনে করো না তুমি। এবার ঠিক রাজার ছেলেকেই এনে দিচ্ছি,—দাঁড়াও।'

উজীর সদরে গিয়ে দরোয়ানের ছেলেকে রাজার ছেলের পোষাক পরালেন। তারপর তাকে রাজসভায় এনে বনদৈত্যকে বল্‌লেন—'নাও, তুমি যাকে চাও, সে এই।'

বনদৈত্য রাজপুত্র মনে ক'রে দরোয়ানের ছেলেকে নিয়ে চল্‌ল।

··· ··· ··· ···

যেতে যেতে দরোয়ানের ছেলে পথের পাশে ছাখে একগাছি লাঠি। সে ছুটে গিয়ে লাঠিগাছা কুড়িয়ে আন্‌লে।

বনদৈত্য বল্‌ল—'ও কি হে? লাঠি দিয়ে কি হবে?'

দরোয়ানের ছেলে বল্‌ল—'কেন, ঘাড়ে ক'রে হাঁটব।'

দরোয়ানের ছেলের কথা শুনে বনদৈত্য ফিরে দাঁড়াল। সে জিজ্ঞেস করল—'লাঠি ঘাড়ে ক'রে হাঁটবে!—তুমি? তুমি কি কখনো লাঠি ঘাড়ে ক'রে হেঁটেচ নাকি?'

দরোয়ানের ছেলে বুক ফুলিয়ে বল্‌ল—'হাঁট্‌ব না কেন? বাবার সঙ্গে কতদিনই তো হেঁটেচি।'

বনদৈত্য বল্‌ল—'হুঁঃ! বুঝেচি!···বেশ, তোমাকে আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না—ফিরে চল রাজবাড়ী।'

দরোয়ানের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বনদৈত্য রাজবাড়ী ফিরে চল্‌ল।

... ...

রাজবাড়ীর দরজায় গিয়েই দৈত্য চ্যাঁচাতে লাগ্‌ল—'বারবার দু'বার চালাকী আমার সঙ্গে? এবারও ফাঁকি দেওয়া হয়েচে দরোয়ানের ছেলেকে দিয়ে! রাজার ছেলে কি কখনো লাঠি ঘাড়ে ক'রে চলে নাকি? এখনো ভালো বল্‌চি, রাজা,—ছেলে দাও। নইলে, এ সাতমহল রাজবাড়ী উপ্‌ড়ে নিয়ে জলে ফেলে দেবো।'

ভয়ে রাজা উজীর কারুর মুখে এবার আর রা সর্‌ছিল না। সাতমহল রাজবাড়ী উপ্‌ড়ে ফেলা বনদৈত্যের কতক্ষণের কাজ, তা-ও তো রাজার অজানা নেই। উপায় না দেখে রাজা তখন বড় ছেলেকে এনে বনদৈত্যকে দিলেন।

—৫—

বনদৈত্যের বাড়ীতে গিয়ে রাজপুত্র দ্যাখে সেখানে বিয়ে-বাড়ীর ঘটা। খোস্তা-দৈত্য নোস্তা-দৈত্য দাঁতাল-দৈত্য মাতাল-দৈত্য দৈত্যদের সবাই উপস্থিত। বনদৈত্য সবার চেয়ে বড় দৈত্য কিনা, আর তার বড় মেয়ের বিয়ে, এ

বিয়েতে বর চাই ষোল বচ্ছরের রাজপুত্র। মেয়ের বিয়ের জোগাড় ক'রেই তাই বনদৈত্য রাজপুত্রকে আন্‌তে ছুটেছিল।

বাড়ীতে এসে বনদৈত্য রাজপুত্রকে বল্‌ল—'বাপু, দেখ্‌চই তো, বিয়ের সবই জোগাড়। সাতদিন বাদে আমার বড় মেয়ের বিয়ে। তোমাকে দৈত্যপুরীর জামাই কর্‌তে এনেচি। আমার মেয়েকে তোমায় বিয়ে কর্‌তে হবে।'

বনদৈত্যের কথা শুনে রাজপুত্র অবাক্। রাজপুত্র রাজার ছেলে—সে দৈত্যের মেয়ে বিয়ে কর্‌বে কি! তার ওপর দৈত্যেরা খায় কাঁচা মাংস আর হাড়গোড়!—তাকে কি তারা জ্যান্ত রাখ্‌বে! হয় তো বিয়ের রাতে বিয়ের কনেই তাকে আস্ত গিলে বস্‌বে।

কিন্তু উপায় কি?···ভেবে ভেবে রাজপুত্র এক বুদ্ধি কর্‌ল। সে বনদৈত্যকে বল্‌ল—'আমি সবার-চেয়ে-বড়-দৈত্য বনদৈত্যের জামাই হব, সুখের কথা। কিন্তু বন-দৈত্যের জামাই বিয়ের আগেই ঘরজামায়ের মত ঘরে আট্‌কে থাক্‌বে—লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি! আমার আলাদা বাড়ী কই?'

বনদৈত্য ভাব্‌ল—'ঠিকই তো।' সে বল্‌ল—'বেশ। তোমার আলাদা বাড়ী এক্ষুণি ক'রে দিচ্ছি।'

হূম্ হূম্ ক'রে বনদৈত্য ময়-দানবের বাড়ী ছুটে গেল। সেখান থেকে সে একটা রাজপুরী চেয়ে আন্‌ল। তারপর তাতে রাজপুত্রকে থাক্‌তে দিল।

দু'-দিন বাদে রাজপুত্র আবার বল্‌ল—'আমি রাজার ছেলে, বিয়ে কর্‌ব সবার-চেয়ে-বড়-দৈত্য বনদৈত্যের ঘরে। আমি যা-তা চ'ড়ে বিয়ে কর্‌তে গেলে লোকে বল্‌বে কি! আমার পক্ষীরাজ-ঘোড়া কই?'

বনদৈত্য ভাব্‌ল—'ঠিকই তো!' সে বল্‌ল—'বেশ। পক্ষীরাজ-ঘোড়া এক্ষুণিই তোমাকে এনে দিচ্ছি।'

হূম্ হূম্ ক'রে বনদৈত্য দুধ-সাগরের পারে ছুটে গেল। সেখান থেকে সে পক্ষীরাজ-ঘোড়া এনে রাজপুত্রকে দিল।

—৬—

রাজপুত্র আলাদা রাজপুরীতে থাকে, আর পক্ষীরাজ-ঘোড়ায় চ'ড়ে এ-দিক সে-দিক বেড়ায়।

... ...

একদিন রাজপুত্র বেড়াতে বেড়াতে খোক্কা-দৈত্যের দেশে গিয়েচে। সেখানে গিয়ে ছ্যাখে—একটা গাছে বেজায় ফল ফলেচে, কিন্তু ফলগুলোর প্রত্যেকটা লোহার জাল দিয়ে ঘেরা।

রাজপুত্র পথে এক দৈত্যকে দেখে জিজ্ঞেস কর্‌লে—'এ কি ব্যাপার? গাছের ফল লোহার জাল দিয়ে ঘেরা কেন?'

দৈত্য বল্‌ল—'ও যে বন-বাদাড়ের গাছ। ও-গাছের ফল মাটীতে পড়্‌লে সেখানে চোকের পলকে হাজার হাজার গাছ জন্মায়। ফল যাতে মাটীতে না পড়ে সেজন্যে তা লোহার জালে ঘেরা।'

রাজপুত্র ভাব্‌ল—'বেশ তো। এ গাছের ফল একটা নিলে তো হয়!'

রাজপুত্র একখানা মই জোগাড় ক'রে বন-বাদাড়ের গাছে চড়্‌ল। তারপর গাছ হ'তে একটা ফল পেড়ে এনে পোষাকের ভেতর লুকিয়ে রাখ্‌ল।

... ...

পরদিন রাজপুত্র আবার বেড়াতে বেরুল।

বেড়াতে বেড়াতে এ-দিন রাজপুত্র নোস্তা-দৈত্যের দেশে গিয়েচে। সেখানে গিয়ে দ্যাখে—একটা মস্ত-বড় পাহাড়, সেটা লোহার শিকেয় ঝোলানো।

রাজপুত্র পথে এক দৈত্যকে দেখে জিজ্ঞেস কর্‌লে—'এ কি ব্যাপার? পাহাড়টাকে শিকেয় ঝুলিয়ে রাখা হয়েচে কেন?'

দৈত্য বল্‌ল—'ও যে জ্যান্ত ডেলা-পাহাড়! ওর একটুক্‌রা মাটীতে লাগ্‌লে সেখানে হাজার হাজার হাত উঁচু

পাহাড় জন্মায়। ডেলা যাতে মাটীতে না লাগে সেজন্যে পাহাড় শিকেয় ঝোলানো রয়েচে।'

রাজপুত্র ভাব্‌ল—'বেশ তো! এ ডেলা-পাহাড়ের একটুক্‌রো নিলে তো হয়।'

রাজপুত্র একটা হাতুড়ি জোগাড় ক'রে ডেলা পাহাড়ের একটুক্‌রো ভেঙে নিল। তারপর তা পোষাকের ভেতর লুকিয়ে রাখ্‌ল।

পরদিন রাজপুত্র আবার বেড়াতে বেরুল।

বেড়াতে বেড়াতে সে-দিন রাজপুত্র দাঁতাল-দৈত্যের দেশে গিয়েচে। সেখানে গিয়ে দ্যাখে একটা ঝর্‌ণা। ঝর্‌ণার জল প্রকাণ্ড একটা লোহার কড়ায় পড়ে, আর সে কড়ার নীচে এক উন্মুন, তাতে দিনরাত দাউ দাউ করে আগুন জ্বল্‌চে।

রাজপুত্র পথে এক দৈত্যকে দেখে জিজ্ঞেস কর্‌লে—'এ কি ব্যাপার? ঝর্‌ণার জল মাটীতে না প'ড়ে কড়াতে পড়্‌চে কেন? আর কড়ার নীচেই বা ও উন্মুন জ্বালানো কেন?'

দৈত্য বল্‌ল—'ও যে মায়া-সাগরের ঝর্‌ণা! ঝর্‌ণার জল এক ফোঁটা মাটীতে পড়্‌লে সেখানে সাত-সাতটা

সাগর হয়। তাই জল কড়াতে ধরা হয়। আর কড়ার জল আগুনে জ্বাল দিয়ে ধুঁয়ো ক'রে উড়িয়ে দেওয়া হয়।'

রাজপুত্র ভাব্‌ল—'বেশ তো! এ মায়া-সাগরের ঝর্‌ণার জল কিছু নিলে তো হয়!'

রাজপুত্র একটা নল জোগাড় কর্‌ল। সেই নল কেটে চোঙা বানিয়ে তার মধ্যে মায়া-সাগরের ঝর্‌ণার জল সে পূরে রাখ্‌ল। তারপর সেই জলের চোঙ্‌ পোষাকের ভেতর লুকিয়ে রাখ্‌ল।

—৭—

মেয়ের বিয়ের দিন বনদৈত্যের বাড়ী মহা-ধূমধাম!

বিয়ের সময় জামাই আন্‌তে গিয়ে বনদৈত্য ছাখে—কোথায় রাজপুত্র, আর কোথায়ই বা পক্ষীরাজ-ঘোড়া!—আস্তাবলে পক্ষীরাজ-ঘোড়া নেই, আর পক্ষীরাজের সঙ্গে রাজপুত্রও নিখোঁজ!

'জামাই পালিয়েচে'—ব'লে তখনই দৈত্যপুরীতে হৈ চৈ প'ড়ে গেল। খবর পেয়ে খোস্তা-দৈত্য নোস্তা-দৈত্য দাঁতাল-দৈত্য মাতাল-দৈত্য চারদিকে ছুট্‌ল! হুম্ হুম্ ক'রে বনদৈত্য নিজেও ছুট্‌ল একদিকে।

পক্ষীরাজ-ঘোড়ায় চ'ড়ে রাজপুত্র সত্যিই পালাচ্ছিল। কিছু-দূর যেতে-না-যেতে তার পিঠে আগুনের ঝাঁঝ লাগ্‌তে লাগ্‌ল।

ছন ফিরে ছাখে—হূম্ হূম্ ক'রে বনদৈত্য ছুটে

আস্‌চে, আর রাগে তার চোক থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌চে

রাজপুত্র পক্ষীরাজকে বল্‌ল—'পক্ষীরাজ, আরো জোরে উড়ে চল। বনদৈত্য তো এসে পড়্‌ল—তার চোকের আগুনের ঝাঁঝে আমার পিঠ পুড়ে যাচ্ছে।'

পক্ষীরাজ বল্‌ল—'রাজপুত্র, জোরে তো চল্‌চিই। কিন্তু বনদৈত্য যে ঝড়ের চেয়েও জোরে আস্‌চে। তার সঙ্গে পারি আমার সাধ্যি কি!'

রাজপুত্র দেখ্‌ল—ঠিকই তো! হূম্ হূম্ ক'রে বনদৈত্য আস্‌চে, না, যেন হূম্ হূম্ ক'রে ঝড় বইচে। আর বনদৈত্য যতই এগোচ্ছে, আগুনের ঝাঁঝে তার পিঠ ততই জ্ব'লে যাচ্ছে।

কি করবে ঠিক করতে না পেরে রাজপুত্র হাঁকপাঁক করচে, হঠাৎ তার মনে পড়্‌ল—সঙ্গে তো বন-বাদাড়ের ফল আছে! রাজপুত্র বন-বাদাড়ের ফল বের ক'রে তাড়াতাড়ি মাটীতে ছুঁড়ে ফেল্‌ল। অম্‌নি দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে সেখানে জন্মাল এক অজগর-বন! অজগর-বনে গাছের পর গাছের সার চলেচে, আর সে গাছের মাথা ঠেকেচে ন-হাজার হাত ওপরে আকাশের ছাদে!—তা পেরোয় কার সাধ্যি!

বনদৈত্য বনের ও-পাশে এসে তা আর পেরোতে পারে না। সে তখন ছুটে বাড়ীতে ফিরে গেল; আর বাড়ী হ'তে কুড়ুল এনে বনের গাছ কাট্‌তে লাগ্‌ল।

গাছ কেটে পথ ক'রে বনদৈত্য কুড়ুলখানা কোথায় রাখ্‌বে ভাব্‌চে, এমন সময় সাম্‌নে ছ্যাখে—এক কাঠকুড়ুলী-পাখী।

বনদৈত্য বল্‌ল—'কাঠকুড়ুলী-ভাই, এ কুড়ুলখানা এখানে থাক্, তুমি একটু দেখো।'

কাঠকুড়ুলী বল্‌ল—'দেখ্‌ব কি হে? ও কুড়ুলখানা তো আমারই দরকার। ঠোঁট দিয়ে আর কাঠ ঠোক্‌রাতে পারি না। কুড়ুল রেখে যাও তো, আমি নিয়ে যাব—কাঠ-কাটার সুবিধে হবে।'

বনদৈত্য ভাব্‌ল—'বাঃ রে! ঘরের জিনিস পরকে বিলোই আর কি! তার চেয়ে ঘরের কুড়ুল ঘরেই না হয় রেখে আসি।'

বনদৈত্য ঘরের কুড়ুল ঘরে রাখ্‌তে গেল। তারপর ফিরে এসে সে ছ্যাখে এর মধ্যে রাজপুত্র অনেক দূরে চ'লে গ্যাছে।

হুম্ হুম্ ক'রে বনদৈত্য রাজপুত্রকে ধর্‌তে ছুট্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে রাজপুত্রের পিঠে আগুনের ঝাঁঝ লাগ্‌তে লাগ্‌ল। রাজপুত্র পেছন ফিরে ছ্যাখে—হুম্ হুম্ ক'রে বনদৈত্য ছুটে আস্‌চে, আর রাগে তার চোক থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌চে।

রাজপুত্র পক্ষীরাজকে বল্‌ল—'পক্ষীরাজ, আরো জোরে

উড়ে চল। বনদৈত্য তো এসে পড়্‌ল—তার চোকের আগুনের ঝাঁঝে আমার পিঠ পুড়ে যাচ্ছে।'

পক্ষীরাজ বল্‌ল—'রাজপুত্র, জোরে তো চল্‌চিই। কিন্তু বনদৈত্য যে ঝড়ের চেয়েও জোরে আস্‌চে। তার সঙ্গে পারি আমার সাধ্যি কি!'

রাজপুত্র দেখ্‌ল—ঠিকই তো! হুম্ হুম্ ক'রে বনদৈত্য আস্‌চে, না, যেন হুম্ হুম্ ক'রে ঝড় বইচে। আর বনদৈত্য যতই এগোচ্ছে, আগুনের ঝাঁঝে তার পিঠ যেন ততই পুড়ে যাচ্ছে।

কি কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে রাজপুত্র হাঁকপাঁক কর্‌চে, হঠাৎ তার মনে পড়্‌ল—সঙ্গে তো জ্যান্ত ডেলা-পাহাড়ের টুক্‌রো আছে। রাজপুত্র ডেলা-পাহাড়ের টুক্‌রো বের ক'রে তাড়াতাড়ি মাটিতে ছুঁড়ে ফেল্‌ল। অম্‌নি দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে সেখানে দাঁড়াল এক হিমালয়-পাহাড়! পাহাড়ে চূড়োর পর চূড়ো উঠেচে—আর সে চূড়ো ঠেকেচে চন্দ্র-সূর্য্যের গায়!—তা পেরোয় কার সাধ্যি!

বনদৈত্য পাহাড়ের ও-পাশে এসে তা আর পেরোতে পারে না। সে তখন ছুটে বাড়ীতে ফিরে গেল; আর বাড়ী হ'তে শাবল এনে পাথর খুঁড়্‌তে লাগ্‌ল।

পাথর খুঁড়ে পথ ক'রে বনদৈত্য শাবলখানা কোথায় রাখ্‌বে ভাব্‌চে, এমন সময় সাম্‌নে ছাখে এক ভোঁদড়।

বনদৈত্য বল্‌ল—'ভোঁদড়-ভাই, এ শাবলখানা এখানে থাক্, তুমি একটু দেখো।'

ভোঁদড় বল্‌ল—'দেখ্‌ব কি হে? ও শাবলখানা তো আমারই দরকার।—বেড়া ভেঙে আর গেরস্ত-বাড়ীর জিনিস এনে খেতে পারি না। শাবলখানা রেখে যাও তো, আমি নিয়ে যাব—সিঁদ্-কাটার সুবিধে হবে।'

বনদৈত্য ভাব্‌ল—'বাঃ রে। ঘরের জিনিস পরকে বিলোই আর কি! তার চেয়ে ঘরের শাবল ঘরেই নয় রেখে আসি।'

বনদৈত্য ঘরের শাবল ঘরে রাখ্‌তে গেল। তারপর ফিরে এসে সে দ্যাখে এর মধ্যে রাজপুত্র অনেক দূরে চলে গ্যাছে।

হূম্ হূম্ ক'রে বনদৈত্য রাজপুত্রকে ধর্‌তে ছুট্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে রাজপুত্রের পিঠে আগুনের ঝাঁঝ লাগ্‌তে লাগ্‌ল। রাজপুত্র পেছন ফিরে দ্যাখে—হূম্ হূম্ ক'রে বনদৈত্য ছুটে আস্‌চে, আর রাগে তার চোক থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌চে।

রাজপুত্র পক্ষীরাজকে বল্‌ল—'পক্ষীরাজ, আরো জোরে উড়ে চল। বনদৈত্য তো এসে পড়্‌ল—তার চোকের আগুনের ঝাঁঝে আমার পিঠ পুড়ে যাচ্ছে।'

পক্ষীরাজ বল্‌ল—'রাজপুত্র, জোরে তো চল্‌চিই। কিন্তু

বনদৈত্য যে ঝড়ের চেয়েও জোরে আস্‌চে! তার সঙ্গে পারি আমার সাধ্যি কি!'

রাজপুত্র দেখ্‌ল—ঠিকই তো! হুম্ হুম্ ক'রে বনদৈত্য আস্‌চে, না, যেন হুম্ হুম্ ক'রে ঝড় বইচে। আর বনদৈত্য যতই এগোচ্ছে, আগুনের ঝাঁঝে তার পিঠ যেন ততই জ্ব'লে যাচ্ছে।

কি কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেবে রাজপুত্র হাঁকপাঁক কর্‌চে, হঠাৎ তাব মনে পড়্‌ল—সঙ্গে তো মায়া-সাগরের ঝরণার জল আছে। রাজপুত্র নলের চোঙ্ বেব ক'রে তাড়াতাড়ি ঝর্‌ণার জল মাটীতে ঢেলে দিল। অম্‌নি দেখ্‌তে-না-দেখ্‌তে সেখানে হ'লো সাত-সাতটা সাগর! সাগরে ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটচে—আর সে ঢেউ এক-একটা তিন শো হাত উঁচু!—সে সাগর পেরোয় কার সাধ্যি!

সাগরের ও-পারে এসে বনদৈত্য ভ্যাখে—শুধু একটা নয়, পর-পর সাত-সাতটা সমুদ্র! সে সমুদ্র সেঁচে ফেলাও তো অসম্ভব!

কিন্তু চোকের সাম্‌নে রা[illegible] পালিয়ে যায়—তা-ও তো সয় না। বনদৈত্য রাগে দিশেহারা হ'য়ে সাগরের জলে লাফিয়ে পড়্‌ল।

বনদৈত্য একটা দু'টো ক'রে তিনটে সাগর সাঁত্‌রে পার

হ'লো। তারপর আর-একটা সাগরের জলে সে ঝাঁপ দিয়ে
অম্‌নি তিন শো হাত উঁচু একটা ঢেউ এসে তাকে তুলি

নিয়ে গেল। বনদৈত্য সে ঢেউয়ের নীচেই ডুবে গেল—
আর মাথা তুল্‌তে পার্‌ল না।

... ...

এর মধ্যে রাজপুত্র পক্ষীরাজের পিঠে চ'ড়ে তার বাবার
রাজ্যে পৌঁছে গেল।

রাজা-রাণী রাজপুত্রকে ফিরে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা।